জীবনানন্দের প্রেমের কবিতা

জীবনানন্দ প্রচুর প্রেমের কবিতা লিখে গেছেন। আর তাঁর সেই সব কবিতাও নানান ধরনের। তাঁর লেখা প্রেমের কবিতাগুলিকে মোটামুটি সাতটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন :

১. কোনো নারীকে দেখে তার উপর লেখা কবিতা। এটা কতকটা পূর্বরাগের কবিতার মতন।
২. সফল প্রেমের বা মিলনের কবিতা
৩. প্রেয়সীর চিঠি পেয়ে তার উপর লেখা কবিতা
৪. প্রৌঢ় বয়সের প্রেম সম্বন্ধে লেখা কবিতা
৫. ব্যর্থ প্রেমের কবিতা
৬. মৃতা-প্রেয়সীদের উপর লেখা কবিতা
৭. অপরের— তা সে মানুষই হোক বা পশুপক্ষীই হোক বা অন্যান্যই হোক, তাদের প্রেম নিয়ে লেখা কবিতা।

ড. সুকুমার সেন তাঁর *বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস* (৪র্থ খণ্ড) গ্রন্থে জীবনানন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে জীবনানন্দের প্রেমের কবিতাগুলি সম্পর্কে মাত্র তিনটি শব্দে মন্তব্য করেছেন— 'প্রেমের স্বাদ তিক্ততা।'

সুকুমারবাবুর এ কথা ঠিক নয়। কারণ, জীবনানন্দের প্রেমের কবিতা যেমন তিক্ত স্বাদের আছে, তেমনি মধুর স্বাদের আছে, তিক্ত-মধুর মিশ্র স্বাদেরও আছে। আবার এ ব্যাপারে যেখানে তিনি অনেকটা নিরপেক্ষ, সেখানে তাঁর স্বাদ-বিহীন কবিতাও আছে।

জীবনানন্দের প্রেমের কবিতা প্রসঙ্গে ড. দীপ্তি ত্রিপাঠির উক্তিটিও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি তাঁর *আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়* গ্রন্থের জীবনানন্দ অধ্যায়ে লিখেছেন, 'যে-প্রেম তিনি পান নি, যে-প্রেম শেষ হয়ে গিয়েছে, যা আর কোনো দিনও ফিরে আসবে না, জীবনানন্দ সেই অচরিতার্থ প্রেমের কবি।'

দীপ্তি দেবীর এ কথাও সঠিক বলে আমি মনে করি না। কারণ, প্রেম না পাওয়া, প্রেম শেষ হয়ে যাওয়া এবং প্রেম আর কোনো দিন ফিরে না পাওয়ার কবিই শুধু জীবনানন্দ ছিলেন না। যে প্রেম তিনি পেয়েছেন, যে-প্রেম আবার ফিরে এসেছে,

এমন চরিতার্থ প্রেমেরও কবি তিনি ছিলেন।

জীবনানন্দের প্রায় সব প্রেমের কবিতাই উত্তম পুরুষের এক বচনের জবানীতে লেখা। অর্থাৎ এইসব কবিতায় যেন তিনি নিজেই প্রেমিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে, কখন তাঁর প্রেমিকা বা প্রেয়সীর কাছে উপস্থিত হয়েছেন, কখন সাক্ষাতে তার সঙ্গে কথা বলেছেন, আবার কখনও অসাক্ষাতেও তার উদ্দেশে কিছু বলেছেন।

অবশ্য কবি যেমন কখনো কখনো তাঁর প্রেয়সীর কাছে গেছেন, কোনো কোনো কবিতায় দেখি তাঁর প্রেয়সীও তাঁকে খুঁজে তাঁর কাছে এসেছে।

জীবনানন্দের এই প্রেমের কবিতাগুলিতে প্রেমিকের জায়গায় 'আমি' থাকায় অনেকেই ঐ 'আমি'কে জীবনানন্দ ভেবে এই কবিতাগুলিকে জীবনানন্দেরই ব্যক্তি-জীবনের প্রেম-কাহিনী ভেবেছেন। তাই জীবনানন্দের প্রেমের কবিতাগুলির মধ্যে বহু ব্যর্থ প্রেমের কবিতা থাকায় অনেককে এমন কথাও বলতে শুনেছি যে, জীবনানন্দ তাঁর জীবনে স্ত্রীর কাছ থেকে তেমন ভালবাসা পাননি। জীবনানন্দ সম্পর্কীয় একজন লেখক (এঁর নামটা আর এখানে বললাম না) এমন কথাও আমার কাছে বলেছিলেন যে, জীবনানন্দের *সাতটি তারার তিমির* গ্রন্থের প্রথম কবিতা 'আকাশলীনা' জীবনানন্দ তাঁর স্ত্রীকে লক্ষ্য করে লিখেছিলেন।— সেই কবিতাটি বইয়ে 'কয়েকটি কবিতা' অধ্যায়ে দিয়েছি।

আকাশলীনা কবিতটি যে জীবনানন্দের স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে লেখা নয়, এটা যে কবির নিছক কল্পনা— এ কথা আমি বুঝলেও, তবুও একদিন সাহস করে জীবনানন্দের স্ত্রী লাবণ্য দেবীকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। উত্তরে সেদিন তিনি কোনোরূপ ইতস্তত না করেই সঙ্গে সঙ্গে সরলভাবে বলেছিলেন যে, ঐ কবিতাটি তাঁদের বিয়ের আগের লেখা। কবিতাটিতে রচনার তারিখ দেওয়া না থাকলেও লাবণ্য দেবীর একথা অবিশ্বাস করারও কোনো কারণ দেখি না।

জীবনানন্দের মৃত্যুর পরে *ময়ূখ* পত্রিকার কর্তৃপক্ষ জীবনানন্দের ভ্রাতা ও ভগ্নীর সহযোগিতায় অনেক লেখা দিয়ে বেশ বড় ও সুন্দর করে একটি 'জীবনানন্দ সংখ্যা' করেছিলেন। কেন জানি না, ঐ বইয়ের কোথাও কিন্তু একটি বারের জন্যও লাবণ্য দেবীর নাম পর্যন্তও নেই। এই কারণেই হয়ত, ঐ জীবনানন্দ-গবেষক ভদ্রলোক ঐরূপ ভাবতে সাহস করেছিলেন।

যাঁরা জীবনানন্দের ব্যর্থ-প্রেমের কবিতা পড়ে ভাবেন, জীবনানন্দ তাঁর স্ত্রীর ভালবাসা পাননি, তাঁদের বলতে পারি জীবনানন্দ যে স্ত্রীর সঙ্গে দীর্ঘদিন শান্তিতে কাটিয়েছেন, সেকথা তিনি তো তাঁর একটি কবিতায় নিজেই স্বীকার করে গেছেন। যেমন,

আমাদের হৃদয়ের নদীর উপর দিয়ে ধীরে
এখনো যেতেছে চ'লে কয়েকটি শাদা রাজহাঁস ;

সহধর্মিণীর সাথে ঢের দিন— আরো ঢের দিন
করেছি শান্তিতে বসবাস;

'বিভিন্ন কোবাস', (এক) *মহাপৃথিবী*

জীবনানন্দের ঐ 'আমি' উক্তির মধ্যে সর্বত্রই তাঁকে খুঁজতে গিয়ে লোকে যে কি ভাবে ভুল করেন, এখানে তাঁর 'মেয়ে' কবিতাটি নিয়ে তারই একটা উদাহরণ দিচ্ছি। এটা যদিও প্রেমের কবিতা নয়, তবুও প্রেম ও দাম্পত্য জীবনের পরিণতির ফল যে সন্তান, তারই কবিতা। কবিতাটি জীবনানন্দের সিগনেট সংস্করণ *ধূসর পাণ্ডুলিপি* গ্রন্থে আছে। এই কবিতায় জীবনানন্দ লিখেছেন :

আমার এ ছোট মেয়ে— সব শেষ মেয়ে এই
শুয়ে আছে বিছানার পাশে

...

...আমার প্রথম মেয়ে সেই
মেঘ দিয়ে ভেসে আসে যেন
বলে এসে, বাবা তুমি ভালো আছ?...
হাতখানা ধরি তার ঃ ধোঁয়া শুধু ...
'ব্যথা পাও? কবে আমি মরে গেছি— আজো মনে কর?'

জীবনানন্দের এই কবিতাটিও উত্তম পুরুষের এক বচনের জবানীতে লেখা হওয়ায়, কবিতাটি পড়ে অনেকেরই দৃঢ় ধারণা যে, জীবনানন্দের প্রথম মেয়েটি অল্প বয়সেই মারা গিয়েছিল।

এই মেয়ে কবিতাটি পড়েই, একটি বড় কলেজের নামজাদা এক ইংরাজির অধ্যাপককে বলতে শুনেছি— জীবনানন্দের একাধিক কন্যা জন্মেছিল, তাদের মধ্যে প্রথমটি কম বয়সেই মারা যায়।

জীবনানন্দের স্ত্রী লাবণ্য দেবীর কাছেও শুনেছি,— তিনি কলকাতায় যে বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন, সেই বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ঐ 'মেয়ে' কবিতাটি পড়ে একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তাঁর দুটি মেয়ে কিনা?

'মেয়ে' কবিতায় জীবনানন্দ যাই লিখুন না কেন, আসলে তাঁর একটিই মেয়ে ছিল— নাম মঞ্জুশ্রী।

জীবনানন্দের ব্যর্থ প্রেমের কবিতা বা সফল প্রেমের কবিতা এগুলির মধ্যে ব্যক্তি জীবনানন্দকে না খুঁজে, সাধারণভাবে তাঁর কবিতাগুলি নিয়েই আলোচনা করা শ্রেয়। অবশ্য এ কথাও স্বীকার করি যে, কবিতায় কল্পনা থাকলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে কবির ব্যক্তি জীবনের প্রভাব বা ছাপ পড়াও অসম্ভব নয়। তাই জীবনানন্দের এই প্রেমের কবিতাগুলির কোনোটিতেই যে তাঁর নিজের জীবনের কোনো ছাপ পড়েনি,

তা নয়। যেমন, *রূপসী বাংলা*-র একটি কবিতার শেষে পাদটীকায় জীবনানন্দ লিখেছেন— '১৩২৬-এব কতকগুলো দিনের স্মরণে।'

এ থেকে তো পরিষ্কারই বোঝা যাচ্ছে, জীবনানন্দ তাঁর নিজের জীবনেরই কয়েকটি দিনের কথা স্মরণ করেই এই প্রেমের কবিতাটি লিখেছেন।

এখানে কবির নিজের স্বীকারোক্তি বলে তাই, না হ'লে তাঁর কোন্ কবিতায় তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার কথা বা মনের কথা আছে তা বলা কঠিন।

'বনলতা সেন' জীবনানন্দের একটি অতি বিখ্যাত কবিতা। এই কবিতাটির কথাই ধরা যাক। এই কবিতাটি নিয়ে আমি একদিন জীবনানন্দকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম বনলতা সেন নামে তাঁর পরিচিতা কোনো মহিলা ছিল বা আছে কিনা। উত্তরে সেদিন তিনি কিছু না বলে শুধু মুচ্‌কি মুচ্‌কি হেসেছিলেন।

আমার মতই কবি নীহারকান্তি ঘোষ দস্তিদারও একদিন জীবনানন্দকে ঐ একই প্রশ্ন করেছিলেন। সেদিন জীবনানন্দ উত্তরে নীহারবাবুকে শুধু বলেছিলেন— কবিতাটা ভাল লেগেছে কিনা তাই বলুন! অন্য খোঁজে কি দরকার!

তাই জীবনানন্দের কোন্ প্রেমের কবিতায় তাঁর নিজের কথা কতটা আছে তা খোঁজ না করে (তাঁকে জিজ্ঞাসা করেই যখন জানা যায়নি, তখন এ নিয়ে আন্দাজে অনুমান করা তো আরো কঠিন) তাঁর কবিতার গুণাগুণ নিয়েই সাধারণভাবে আলোচনা করা ভাল।

জীবনানন্দ তাঁর প্রেমের কবিতাগুলির মধ্যে কয়েকটিতে প্রেয়সীদের নাম ধরে সম্বোধন করে তাদের সম্বন্ধে লিখে গেছেন। শুধু নাম বা পদবী সহ নামই কেবল নয়, কোনো কোনো কবিতায় তাদের বাসস্থানের ঠিকানা পর্যন্তও বলে গেছেন। তার ফলে, কবির এই প্রেয়সীরা যেন বাস্তব হয়ে উঠেছে।

কয়েকটি কবিতায় প্রেয়সীদের নাম বা নাম ধাম বলে গেলেও, জীবনানন্দ তাঁর প্রেমের কবিতাগুলির অধিকাংশতেই প্রেয়সীদের 'তুমি' এই সম্বোধনের আড়ালেই রেখে গেছেন।

জীবনানন্দের প্রেমের কবিতা নিয়ে, শুধু প্রেমের কবিতাই বা কেন, তাঁর সকল রকমের কবিতা নিয়েই আলোচনা করবার আগে আর একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, তিনি ছিলেন একজন রোমান্টিক কবি।

রিয়েলিস্টিক ও রোমান্টিক সাহিত্য নিয়ে এক সময় ইউরোপীয় সাহিত্যে প্রচুর আন্দোলন হয়েছিল। তার ঢেউ আমাদের সাহিত্যেও এসেছিল। এ নিয়ে আমাদের দেশের সাহিত্য সমালোচকরাও নানা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এখানে বিখ্যাত সাহিত্যিক ও সমালোচক প্রমথ চৌধুরী বা বীরবলের এ সম্বন্ধে একটা লেখা থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করছি :

Realism শব্দটি কিন্তু একটি বিশেষ সঙ্কীর্ণ অর্থেই ইউরোপীয় সাহিত্যে সুপরিচিত।

এক কথায় *Realistic* সাহিত্য *Romantic* সাহিত্যের অপর পৃষ্ঠা এবং Victor Hugo প্রমুখ লেখকদের রচিত সাহিত্যের প্রতিবাদ স্বরূপেই Flaubert প্রমুখ লেখকরা এই বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যের সৃষ্টি করেন।

Romanticism এর বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ এই যে, সে-সাহিত্য মনগড়া সাহিত্য। *Romantic* কবিদের মানসপুত্র ও মানসী কন্যারা এ পৃথিবীব সন্তান নয় এবং যে জগতে তারা বিচরণ করে সেটি কবিদের স্বকপোলকল্পিত জগৎ। এক কথায় সে রূপের রাজ্যটি রূপ কথার রাজ্য। উক্ত শ্রেণীর কবিরা নিজের কুক্ষিস্থ উপাদান নিয়ে যে মাকড়সার জাল বুনেছিলেন ফরাসী *Realism* তারই বক্ষে নখাঘাত করে। এ অভিযোগের মূলে যে অনেকটা সত্য আছে, তা অস্বীকাব করা যায় না। এক গীতিকাব্য বাদ দিলে ফরাসী দেশের গত শতাব্দীর *Romantic* লেখকদের বহু নাটক নভেল যে অশরীবী এবং প্রাণহীন সে কথা সত্য। কিন্তু একমাত্র সুন্দরের চর্চা করতে গিয়ে সত্যের জ্ঞান হারানো যেমন *Romantic*-দের দোষ, তেমনি সত্যের চর্চা করতে গিয়ে সুন্দরের জ্ঞান হারানোটাও *Realist*-দের দোষ, প্রমাণ Zola। আকাশ-গঙ্গা অবশ্য কাল্পনিক পদার্থ, কিন্তু তাই বলে কাব্যে মন্দাকিনীর পরিবর্তে ঘোলা নর্দমাকে প্রবাহিত করার অর্থ তার জীবন দান নয়।

সবুজ পত্র, মাঘ ১৩২১

জীবনানন্দের প্রেমের কবিতা নিয়ে আলোচনা করবার আগে আর একটা কথা। জীবনানন্দের *ধূসর পাণ্ডুলিপি* গ্রন্থে 'প্রেম' নামে একটি দীর্ঘ কবিতা আছে। এই কবিতায় জীবনানন্দ সাধারণভাবে প্রেম সম্বন্ধে অনেক কথা এবং ঐ সঙ্গে কখন কখন নিজেরও প্রেমের কথা বলেছেন। আরও কয়েকটি কবিতায়ও জীবনানন্দ প্রসঙ্গত সাধারণভাবে প্রেমের কথাও বলেছেন, যেমন, একটা উদাহরণ :

সমস্ত নীলিমা-সময় প্রেম কী উদার অনল সংঘর্ষময়ী বাসনা
মহনীয় অগ্নি-পরিধির অন্তহীন কারুশিল্প সংগীতে লীন।

'আমি', *সুদর্শনা*

জীবনানন্দের প্রেমের কবিতাগুলি সম্বন্ধে আমি যে বলেছি, এগুলিকে মোটামুটি সাতটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, এখন সেই নিয়েই আলোচনা করছি।

পূর্বরাগের কবিতা

এক সময় কয়েক বছর ধরে আমি জীবনানন্দের অগ্রন্থভুক্ত কবিতা সংগ্রহ করেছিলাম। ঐ সব কবিতা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে ছিল। এইভাবে আমি তখন প্রায় দেড়শো জীবনানন্দের অগ্রন্থিত কবিতা সংগ্রহ করেছিলাম। ঐ কবিতাগুলির মধ্য থেকে ৪০টি বিভিন্ন ধরনের প্রেমের কবিতা নিয়ে *সুদর্শনা* নাম দিয়ে জীবনানন্দের একটি প্রেমের

কবিতার বই করেছিলাম। এই বইয়ের প্রথমে 'এই পথ দিয়ে', 'তুমি আলো', 'তোমায় আমি দেখেছিলাম' ইত্যাদি নামে কয়েকটি কবিতা দিয়েছি। এগুলোকে অনেকটা পূর্বরাগের কবিতা বলা যেতে পারে। যেমন, 'এই পথ দিয়ে' কবিতাটি :

এই পথ দিয়ে কেউ চলে যেত জানি।
এই ঘাস
নীলাকাশ—
এসব শালিখ সোনালি ধান নর-নারীদের
ছায়া কাটাকুটি কালো-রোদে

...

সে তার নিজের সাধ রৌদ্র স্বর্ণ সৃষ্টি করেছিল।
তবুও রাত্রির দিকে চোখ তার পড়েছিল ব'লে
হে আকাশ, হে সময়, তোমার আলোকবর্ষব্যাপ্তি শেষ হ'লে
যখন আমার মৃত্যু হবে
সময়ের বঞ্চনায় বিরচিত সে এক নারীর
অবোলা রাত্রির মত চোখ মনে রবে।

জীবনানন্দ 'তুমি আলো' কবিতার প্রথমে লিখেছেন :

তুমি আলো হতে আরো আলোকের পথে
চলেছ কোথায়।
তোমার চলার পথে কি গো তপতীর
ছায়ার মতন থাকা যায়!

'তোমায় আমি দেখেছিলাম' কবিতায় কবি লিখেছেন :

তোমায় আমি দেখেছিলাম ঢের
সাদা কালো রঙের সাগরের
কিনারে এক দেশে
রাতের শেষে— দিনের বেলায় শেষে।
এখন তোমায় দেখি না তবু আর—

জীবনানন্দের এই ধরনের কবিতা অবশ্য সংখ্যায় বেশি নেই।

সফল প্রেমের কবিতা

জীবনানন্দের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *ঝরা পালক*-এর 'ছায়াপ্রিয়' কবিতাটি থেকে জানা যায়, কবি কৈশোরেই এক বান্ধবী পেয়েছিলেন। সে বান্ধবী ছিল কবির 'মনের মধু মনোরমা', কবির এই বান্ধবী অবশ্য বেশি দিন বাঁচেনি।

বনলতা সেন গ্রন্থের 'বনলতা সেন' কবিতাটি একটি সার্থক প্রেমের কবিতা। কারণ, ক্লান্ত কবিকে দু-দণ্ডের জন্য হলেও বনলতা সেন শান্তি দিয়েছিল।

এই বনলতাও একদিন কবিকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। বনলতার সঙ্গে কবির প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল নাটোরে। শেষ সাক্ষাৎ হয় দ্বারকায়। তখন কবির জীবনের সব লেনদেন ঘুচে গেছে অর্থাৎ শেষ হয়ে গেছে। তাঁর শরীরে তখন ঘুমের ঘ্রাণ। এই ঘুম, চিরঘুম বা চিরনিদ্রাও হতে পারে। কেননা, কবি এই ঘুমের ঘ্রাণ শব্দটা না লিখে, আগে এর জায়গায় লিখেছিলেন— মমির ঘ্রাণ অর্থাৎ মৃত্যুরই ঘ্রাণ। এবার বনলতাকে দেখে হালভাঙ্গা নাবিকের দারুচিনি দ্বীপের ভিতর সবুজ ঘাসের দেশ দেখার মতো উৎসাহ বা আনন্দ ছিল না।

এবার কবিব চাহনিতে আশা আনন্দ না থাকায়, বনলতা তার নারীসুলভ সহজাত বুদ্ধিতেই কবির মনের ভাব বুঝতে পেরে, কবিকে শুধু বলেছিল— মনে আছে? অর্থাৎ বনলতাকে কবি চিনতে পারছেন কিনা প্রশ্ন করেছিল।

বনলতার কথার উত্তরে কবিও নির্লিপ্তভাবে বলেছিলেন— বনলতা সেন? অর্থাৎ তুমি তো বনলতা সেন? বাস্ আর কোন কথা নেই। শুধু দুজনের দুটি কথা।

জীবনানন্দের *বনলতা সেন* গ্রন্থের 'হাজার বছর শুধু খেলা করে' কবিতা থেকেই বনলতার সঙ্গে কবির শেষ সাক্ষাতের কথাটি জানা যায়।

বনলতা সেন গ্রন্থের 'শঙ্খমালা' কবিতায় প্রথমেই কবি লিখেছেন :

কান্তারের পথ ছেড়ে সন্ধ্যার আঁধারে
সে এক নারী এসে ডাকিল আমারে
বলিল, তোমারে চাই।

এই নারী অনেক খুঁজে খুঁজে কবির কাছে এসে কবিকে এই কথা বলেছিল।

বনলতা সেন গ্রন্থে 'সবিতা' ও 'সুচেতনা' নামে পর পর দুটি কবিতা আছে। এই কবিতা দুটি প্রেমের কবিতা হলেও কবিতা দুটিতে প্রেমের চেয়ে দেশ ও সমাজ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

বনলতা সেন গ্রন্থের 'মিতভাষণ' কবিতায় কবি লিখেছেন :

অনেক সমুদ্র ঘুরে ক্ষয়ে অন্ধকারে
দেখেছি মণিকা-আলো হাতে নিয়ে তুমি
সময়ের শতকের মৃত্যু হলে তবু
দাঁড়ায়ে রয়েছ শ্রেয়তর বেলাভূমি;

যা হয়েছে, যা হতেছে, এখনি যা হবে
তার স্নিগ্ধ মালতী-সৌরভে।

কবির এই কথা থেকে বোঝা যায় প্রেয়সীর প্রেম ও ভালবাসায় কবির মন তখন ভরপুর।

জীবনানন্দের *রূপসী বাংলা* কাব্য গ্রন্থের শেষ দিকে মাত্র আট পংক্তির একটি ছোট কবিতা আছে। তার শেষ চার পংক্তি হল :

পৃথিবীর সব ঘুঘু ডাকিতেছে হিজলের বনে
পৃথিবীর সব রূপ লেগে আছে ঘাসে
পৃথিবীর সব প্রেম আমাদের দুজনের মনে
আকাশ ছড়ায়ে আছে শান্তি হয়ে আকাশে আকাশে।

এই কবিতায় 'আমাদের দুজন' কবি ও তাঁর প্রেয়সী বলেই মনে হয়। তাই যদি হয়, তাহলে এ কথা বলা যেতে পারে যে, কবি ও তাঁর প্রেয়সী উভয়েই এক সময় শান্তিময় পরিবেশে পরস্পর পরিপূর্ণভাবে প্রেম উপভোগ করেছেন।

এই *রূপসী বাংলা*-তেই প্রেয়সীর সহিত কবির মিলিত হওয়ার আর একটি কবিতা আছে। সে কবিতার প্রথম পংক্তি এই :

কত দিন তুমি আমি এসে এইখানে বসিয়াছি ঘরের ভিতর

'রূপসী বাংলা'য় প্রায় এই ধরনের আর একটি কবিতার প্রথম পংক্তি—

কতদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলিয়াছি আমরা দুজনে

জীবনানন্দের *বেলা অবেলা কালবেলা* গ্রন্থের বিভিন্ন কবিতা থেকেও জানা যায়, জীবনানন্দ কোনো নারীকে বা তাঁর প্রেয়সীকে ভালবেসে পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভ করেছেন। এ থেকে বোঝা যায়, ঐ নারী বা তাঁর ঐ প্রেয়সী কবিকে রীতিমতই ভালবেসে ছিল।

বেলা অবেলা কালবেলা গ্রন্থের 'আমাকে একটি কথা দাও' কবিতায় এক জায়গায় জীবনানন্দ লিখেছেন :

আমি যাকে আবহমান কাল ভালোবেসে এসেছি সেই নারীর।

এতে বোঝা যাচ্ছে, কবি একটি নারীকে কোনো এক বিশেষ সময়ের জন্য নয়, আবহমান কাল ধরেই ভালবেসে এসেছেন।

এই বইয়ের 'তোমাকে' কবিতার শেষে কবি বলেছেন :

...নারি, শুধু তোমাকে ভালোবেসে
বুঝেছি নিখিল বিষ কী রকম মধুর হতে পারে।

এখানে, কবি কোনো নারীকে ভালবেসে দুঃখের মধ্যেও শান্তি খুঁজে পেয়েছেন। *বেলা অবেলা কালবেলা* গ্রন্থের একটি কবিতায় জীবনানন্দ লিখেছেন :

হে আকাশ, হে সময়গ্রন্থি সনাতন
আমি জ্ঞান আলো গান মহিলাকে ভালোবেসে আজ;
সকালের নীলকণ্ঠ পাখি জল সূর্যের মতন।

মানুষের মতো মানুষ হয়ে সুস্থ ও আনন্দময় জীবনযাপনের জন্য যেগুলোর প্রয়োজন সেই জ্ঞান আলো ও গানের সঙ্গে সঙ্গে কোনো মহিলাকে অর্থাৎ প্রেয়সীকে ভালবেসে কবি যে কতখানি তৃপ্ত বা চরিতার্থ তা সকালের নীলকণ্ঠ পাখি জল সূর্যের মতন, এই কথাটা থেকেই পরিষ্কার বোঝা গেল।

সুদর্শনা বইয়ে অনেকগুলো সফল প্রেমের বা মিলনের কবিতা আছে। যেমন—এই বইয়ের 'সে' কবিতায় জীবনানন্দ লিখেছেন :

...নতুন বসন্ত এক এসেছে জীবনে

...

...আমার বুকে হৃদয়ের বনে
কখন অঘ্রাণ রাত শেষ হ'ল— পৌষ গেল চলে।
যাহারে পাইনি রোমে বেবিলনে, সে এসেছে ব'লে।

'অন্ধকারে' কবিতার শেষে জীবনানন্দ বলেছেন :

...সময়কে যা দেবার সবি দিয়ে
কোটি আলোকবর্ষ পরে আকাশ, তোমার মনের কথা আজ
পেয়েছি অনাথ আমার সুদর্শনাকে বুকে নিয়ে।

এই *সুদর্শনা* গ্রন্থের 'পৃথিবী জীবন সময়' কবিতায়ও কবি তাঁর প্রেয়সী 'সুদর্শনা'র কথা বলেছেন। এই কবিতায় তিনি যদিও এক জায়গায় বলেছেন :

আজকে তোমার ইচ্ছা চিন্তা শপথ আর এক রকম সুদর্শনা।

তবুও তিনি সুদর্শনার সঙ্গে তাঁর আগের প্রেমের কথা প্রসঙ্গে লিখেছেন :

কে যেন ডেকে নিত আমায়
কে যেন ডেকে নিত তোমার কাছে
সে যেন ডানা টিউব ট্রেন রাডার প্লেন টেলিপ্যাথির গতি
ছাড়িয়ে নীল আকাশে এসে নীল আকাশের নিজের পরিণতি।

সময় এসে আমার কাছে একটি কথা জানতে চেয়েছিল,
তোমার কাছে একটি কথার মানে;
আমরা দুজন দু দৃষ্টিকোণ দিতাম তাকে হেসে
একটি শরীর হতাম পরস্পরকে ভালোবেসে।

এখানে দেখছি, কবি ও তাঁর প্রেয়সী পরস্পরকে ভালোবেসে এক সময় একটি শরীর হয়েছিলেন। এমনি এই গ্রন্থের 'জল' কবিতাতেও দেখছি, কবি ও তাঁর প্রেয়সী এক সময় এক শরীর হয়েছিলেন। ঐ কবিতায় কবি লিখেছেন :

মনে পড়ে, জলের মতন ঘুরে অবিরল
পেয়ে ছিলাম জামের ছায়ার নিচে তোমার জল,
যেন তোমার আমার হাজার হাজার বছর মিল,
মনের সঙ্গে শরীর যেমন মেশে ;

সুদর্শনা গ্রন্থের 'তোমায় আমি' কবিতায় দেখি, কবি তার আগের এক সময় নয়, একবারে বর্তমানেই প্রেয়সীর সহিত গভীরভাবে মিলিত হয়েছেন। তিনি লিখেছেন :

তোমায় আমি দেখেছিলাম ব'লে
তুমি আমার পদ্মপাতা হ'লে ;

১৩৬৫ সালের শারদীয় *আনন্দবাজার পত্রিকা*-য় 'তোমার আমার' নামে জীবনানন্দের একটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। ৪ পংক্তি করে ৪ স্তবকের সেই কবিতার শেষ দুটি স্তবক হ'ল :

তোমার আমার ভালোবাসা— তা কি
একটি পাখি— একটি শাদা পাখি!
সময় কি তার পথ দেখিয়ে দিয়ে
সঙ্গে চলে ভেসে।
শাদা পাখিই কালো পাখি কিনা
চিনি না আমি, চিনি না চিনি না ;
কালো-শাদার ধাঁধার ব্যথা সব
ফুরিয়ে গেছে তোমায় ভালোবেসে।

জীবনানন্দের এই কবিতাটিকেও একটি পরিপূর্ণ ভালবাসার বা প্রেমের কবিতা বলা যেতে পারে।